আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন
জেলা: বান্দরবান

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ: (২৬ফেব্রুয়ারি,২০২০) বুলেটিন নং ১২৩	২৬ ফেব্রুয়ারি হতে ০১ মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি ২২ ফেব্রুয়ারি হতে ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	২২ ফেব্রুয়ারি	২৩ ফেব্রুয়ারি	২৪ ফেব্রুয়ারি	২৫ ফেব্রুয়ারি	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩০.১	৩০.০	২৯.৭	২৮.৭	২৮.৭-৩০.১
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১৬.৩	১৬.৪	১৬.৫	২০.০	১৬.৩-২০.০
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৪০.০-৯২.০	৪৬.০-১০০.০	৩৯.০-১০০.০	৬৪.০-৮৬.০	৩৯-১০০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১.৯	১.৯	১.৯	৯.২	১.৮৫-৯.২৫
মেঘের পরিমান (অক্টা)	১	১	৫	৭	১-৭
বাতাসের দিক	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ০৫ দিনের আবহাওয়া পূর্বাভাস
(২৬ ফেব্রুয়ারি হতে ০১ মার্চ, ২০২০) তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৭.৬-৩২.০
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১৩.৯-১৪.৮
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৪০.০-৮০.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	২.২-৩.১
মেঘের পরিমান (অক্টা)	আংশিক মেঘাচ্ছন্ন
বাতাসের দিক	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় আবহাওয়ার অবস্থার উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। গত চারদিন জেলার আবহাওয়া শুষ্ক ছিল এবং মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচদিনও আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে।

আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতি ও পূর্বাভাস অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গায় আর্দ্রতার ঘাটতি দেখা দিতে পারে। যদিও বিভিন্ন ফসল সংগ্রহ পর্যায়ে রয়েছে, তবে নতুন ফসল বপন বা ধানের চারা রোপণের ক্ষেত্রে আর্দ্রতার ঘাটতির প্রভাব পড়তে পারে। আর্দ্রতা ধরে রাখার জন্য সবজির জমিতে মালচিং বা সেচের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আগামী পাঁচ দিন আবহাওয়া শুষ্ক থাকার সম্ভাবনা রয়েছে কাজেই শোষক পোকার আক্রমণ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এ সময় রবি ফসলে প্রয়োজনীয় সেচ, সার ও বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

সবজি:

- একদিন অন্তর সেচ প্রদান করুন।
- প্রয়োজন অনুযায়ী আগাছা নিধন করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় মরিচে থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- মালচিং করুন এবং খামারজাত সার প্রয়োগ করুন।
- আগাম বপনকৃত পেঁয়াজ/রসুনের জমিতে আন্ত:পরিচর্যা করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ১০-১৫ দিন পর পর হালকা সেচ প্রদান করুন।
- শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে পেঁয়াজে থ্রিপস পোকার আক্রমণ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করুন।

বোরো ধান:

রিকভারি থেকে কুশি পর্যায়:

- সার প্রয়োগের পর হাত দিয়ে আগাছা দমন করুন বা আগাছা নাশক প্রয়োগ করুন।
- ধানের কাইচ থোর পর্যন্ত জমিতে পানির স্তর ৫-৭ সে:মি রাখুন শুকনো এবং ভেজানো পদ্ধতিতে।
- চারা লাগানোর ২০-৪০ দিনের মধ্যে আগাছা দমন করতে হবে।
- মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্বোফুরান গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বালাইনাশক প্রয়োগ করার আগে সেচের পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।
- ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে নাটিভো ৭৫ডব্লিউজি/ট্রুপার @ ০.৬ গ্রাম/লিটার পানি অথবা প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি ৩২৫ এসপি এমিস্টার টপ মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বাদামী দাগ রোগের আক্রমণ হলে থিওভিট+পটাশ প্রয়োগ করুন।
- বিকেলে অথবা সকাল ১০.০০ টা থেকে ১১.০০ টার মধ্যে বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

আলু:

- ৮০% ফসল পরিপক্ক হলে সংগ্রহ করে ফেলুন।
- সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকলে নাবী ধ্বসা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। রোগ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- লাল পিপড়ার আক্রমণ হলে প্রতি বিঘায় ৫ কেজি হারে ম্যালাথিয়ন ৫% ডাস্ট প্রয়োগ করুন।
- কাটুই পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্লোরোপাইরিফস গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিলে ম্যালাথিয়ন গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

চীনা বাদাম:

- হালকা সেচ প্রদান করুন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় থ্রিপস পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- লিফ মাইনর, শোষক পোকা, টিক্কা রোগ দেখা দিতে পারে। লিফ মাইনর নিয়ন্ত্রণে প্রতি লিটার পানিতে ক্লোরোপাইরিফস @২.৫ মিলি অথবা কুইনালফস @ ২ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করুন। শোষক পোকার জন্য প্রতি লিটার পানিতে মনোক্রোটোফস @ ১.৬ মিলি অথবা ইমিডাক্লোরোপিড @ ০.৩ মিলি অথবা ডাইমেথয়েট @ ২ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করুন। টিক্কা রোগের জন্য প্রতি একরে ম্যানকোজেব @ ৪০০ গ্রাম+কার্বেন্ডাজিম @ ২০০ গ্রাম অথবা হেক্সাকোনাজল @ ৪০০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে।

উদ্যান ফসল:

- ৩-৪ মাস বয়সী কচি কলাগাছে সিউডোস্টেম উইভিল এর আক্রমণ হলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে ক্লোরোপাইরিফস মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- নারিকেলের বাড রট রোগ দেখা দিলে আশেপাশের গাছ সহ আক্রান্ত গাছে বোর্দো মিক্সচার প্রয়োগ করুন।
- আমে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- আম গাছ ছাতরা পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য অনুমোদিত মাত্রায় ইমিডাক্লোরোপিড প্রয়োগ করুন।
- আমে হপার পোকার আক্রমণ দেখা দিলে ম্যালাথিয়ন গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- ছত্রাক আক্রমণে কচি কাঁঠাল কালো হয়ে যেতে পারে। আক্রান্ত ফল তুলে নিয়ে ধ্বংস করে ফেলুন। আক্রমণ প্রতিরোধে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।

গবাদি পশু:

- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পানি পান করান। টীকা প্রদানের জন্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- চর্মরোগ দেখা দিলে যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
- মশার প্রকোপ থেকে গবাদি পশুকে রক্ষা করুন।
- ছাগলের ব্লিস্টার রোগ দেখা দিলে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হাঁসমুরগী:

- পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এক সপ্তাহের বাচ্চাকে রানীক্ষেত রোগের এবং দুই সপ্তাহের বাচ্চাকে গামবোরো রোগের টীকা দেওয়া যেতে পারে।
- থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।

মৎস্য:

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
- ভালো মানের খাবার দিন।
- ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করুন।